দোহার পৌরসভার ইতিহাস

বাংলাদেশের ঢাকা জেলার অর্ন্তগত বর্তমান দোহার উপজেলা প্রথম বৃটিশ শাসনামলে ১৯২৬ সালে থানা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর পাকিস্তান আমলেও এটি পুর্ব পাকিস্তানের একটি থানা হিসেবেই থেকে যায়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও এটি থানা হিসেবেই থেকে যায়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে দোহার ১৯৮৩ সালে উপজেলা হিসাবে উন্নীত হয়। উপজেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের পর এতদ্বঅঞ্চলের আর্থিক কর্মকান্ড বেড়ে যায়। এতদ্বঅঞ্চলের সবচেয়ে বড় বাজার জয়পাড়া-দেবীনগর হাট-বাজার কেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। ফলে উপজেলা ও বাজার কেন্দ্রিক দ্রত নগরায়ন ঘটতে থাকে। এই নগরায়নের পেছনে এই অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক প্রবাসী জনগোষ্ঠীরও বিরাট ভুমিকা রয়েছে। দ্রত নগরায়নের ফলে নাগরিক চাহিদা বাড়তে থাকে, যা জয়পাড়া ইউনিয়ন পরিষদসহ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদগুলোর পক্ষে মেটানো সম্ভবপর হচ্ছিল না। ফলশ্রুতিতে, দোহার উপজেলার কেন্দ্রীয় শহরাংশ অর্থাৎ জয়পাড়া ইউনিয়ন (সম্পূর্ণ), সুতারপাড়া ইউনিয়ন (আংশিক) এবং রাইপাড়া ইউনিয়ন (আংশিক) নিয়ে ২০০০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী দোহার পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়।

জনশ্রুতিতে আছে, এক সময়ে এতদ্বঅঞ্চলের হিন্দু জমিদারগণ গিতিগানের ভক্ত ছিলেন। যারা এই গিতিগানে মূলগায়াকের সহযোগী বা দ্বিতীয় পক্ষ হিসাবে গান গাইতেন তাদেরকে স্থানীয়ভাবে দোহার বলা হত। হিন্দু জমিদারগণ এই দোহারগণকে এই অঞ্চলে বসতি স্থাপনের অনুমতি দেন। ফলশ্রুতিতে এই অঞ্চলের নাম হয়ে যায় দোহার। বৃটিশ শাসনামলে এই অঞ্চল হিন্দু জমিদারগণ শাসন করতেন। ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন দ্বারা এই অঞ্চলের জনগণ দারুনভাবে প্রভাবিত হয়। ১৮৯২-৯৩ সালে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এখানে অভয় আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪০ সালে গান্ধী সেবা সংঘের সমগ্র ভারত সম্মেলন এই উপজেলার মালিকান্দা গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধী এখানে আসেন এবং ০২ (দুই) দিন অবস্থান করেন।

ঢাকা জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একমাত্র পৌরসভা দোহার পৌরসভা । পৌরসভাটি ঢাকা শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে, প্রমত্তা পদ্মা নদী থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার উত্তরে এবং মাওয়াঘাট থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। অর্থাৎ পৌরসভাটি উত্তরে ইছামতি নদী ও নবাবগঞ্জ উপজেলা, দক্ষিণ-পশ্চিমে পদ্মা নদী এবং পূর্বে আড়িয়াল বিল দ্বারা বেষ্টিত। ইতিমধ্যে আমরা একটি স্মার্ট পৌরসভা বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

ধন্যবাদন্তে

মেয়র

দোহার পৌরসভা, ঢাকা।